ইউনিট ৮: সামাজিক বিজ্ঞানে স্ব-শিখন

অধিবেশন- ২৭ : সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস- ১

অধিবেশন- ২৮ : সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস- ২

অধিবেশন- ২৯ : সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: সামাজিক বিজ্ঞান পুনঃপাঠের কৌশল

অধিবেশন- ৩০ : ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন: সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন

অধিবেশন- ৩১ : ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ

অধিবেশন- ৩২ : ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন: নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকের নিজেকে যুগোপযোগীকরণ

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২৭**

সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস- ১

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক বিষয়গুচ্ছের একটি বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রম কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও সামাজিক বিজ্ঞান একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞানে স্ব-শিখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়। যে পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে ও নিজের সুবিধামত সময় এবং সুযোগের ব্যবহার করে শিক্ষা লাভ করেন তাকে স্ব-শিখন বলা যেতে পারে। স্ব-শিখনের শুরু হয় সাধারণত পঠনের মাধ্যমে। আর পঠন বলতে মূলত কোনো ছাপানো লেখার অর্থ উদ্ধার করার প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। একটি বিষয় পড়ে সঠিক অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা অর্জনকে পঠন বলা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে মনোযোগ দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পাঠ করাকেই ভালো পঠন বলা যেতে পারে। ভালো পঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নত হয়। অর্জিত জ্ঞান স্বচ্ছ হয়, বাচনভঙ্গি উন্নত হয়, শিক্ষার্থীর মেধার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। বর্তমান অধিবেশনে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতার উপযোগিতা, ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাসের ধারণা, গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- ভালো পঠন, শিখন অভ্যাসের ধারণা ও কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভালো পঠনের গুরুত্ব ও পাঠের বিশেষ কতকগুলো দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পঠন দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ ও সুপঠনের মাধ্যমসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।
- উচ্চারণের মাধ্যমে বা সরব পাঠের সুবিধাসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ ভালো পঠন, শিখন অভ্যাসের ধারণা ও কৌশল শনাক্তকরণ

কোনো লেখা বা মুদ্রিত বিষয়বস্তু দেখে বলতে বা পড়তে পারাকে পঠন বলা যায়। বিষয়বস্তু সরবে উচ্চারণ করলে তা কানেও শোনা যায়। কানে শোনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর অর্থ উপলব্ধি করারও সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে সাধারণত শিক্ষার্থীদের আচরণের স্থায়ী পরিবর্তনকে শিখন বলা হয়। শিখনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করতে হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা ভেবে নিন ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস বলতে কী বোঝায়? শিখন অভ্যাসের কৌশলগুলো কী কী হতে পারে নিম্নে তা লিখুন।

ভালো পঠন:

শিখন অভ্যাসের ধারণা:

শিখণ অভ্যাসের কৌশল:

পর্ব- খঃ ভালো পঠনের গুরুত্ব ও পাঠের বিশেষ দিকসমূহ নিরূপণ

শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে ভালো পঠন বা সু-পঠনের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। একটি নির্দিষ্ট বিষয় মনোযোগ দিয়ে পড়ে এর বিষয়বস্তু সঠিকভাবে অনুধাবন করা গেলে তাকে ভালো পঠন বা সু-পঠন বলা যেতে পারে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকের বাইরে থেকে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে তা অনুশীলনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করাও ভালো পঠনের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীবৃন্দ, ভালো পঠনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এবং পাঠের কতকগুলো বিশেষ দিক রয়েছে। নিম্নের ছকগুলোতে আপনারা যথাক্রমে ভালো পঠনের গুরুত্ব ও পাঠের বিশেষ দিকগুলো লিখুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি করে উদাহরণ দেয়া হলো।

ভালো পঠনের গুরুত্বঃ-

১। ভালো পঠন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবে কাজ করে।
২।
৩।
৪।
৫।

পাঠের বিশেষ দিকসমূহ:

১। বিশুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে পাঠ সম্পন্ন করা।

২।

৩।

৪।

৫।

পর্ব- গঃ পঠন দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ ও সুপঠনের মাধ্যমসমূহ নির্ণয়করণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা ধরে নিন যে এ মুহূর্তে আপনারা শ্রেণিকক্ষে বসে আছেন। অতঃপর একজন শব্দ করে বা সরবে নিজের পাঠের বিষয়বস্তু পড়ুন এবং অতঃপর শব্দ না করে অর্থাৎ নিরবে পাঠের বিষয়বস্তু পড়ুন। ভেবে দেখুন আর কোনোভাবে পড়ার সুযোগ রয়েছে কিনা। এরপর দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন। তাছাড়া যে সকল মাধ্যমের সাহায্যে সুপঠন অভ্যাসকে বাস্তবায়িত করা যায় সেগুলো শনাক্ত করে একই ছকে লিখুন। সকল ক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার্থে একটি করে উদাহরণ দেয়া হলো।

পঠন দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ ও সুপঠনের মাধ্যমসমূহ

সাধারণত সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দুধরনের হতে পারে। যেমন:

১। উচ্চারণ করে পাঠ বা সরব পাঠ (Loud Reading)

২।

৩।

৪।

সুপঠনের মাধ্যমসমূহ

১। ছাপানো বা মুদ্রিত উপকরণ

২।

৩।

৪।

৫।

পর্ব- ঘঃ উচ্চারণ করে বা সরব পাঠের সুবিধাসমূহ শনাক্তকরণ

সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে উচ্চারণের মাধ্যমে তাল, লয়, ছন্দ ঠিক রেখে উপস্থাপন করে অন্যের শ্রুতিগ্রাহ্য ও বোধগম্য করে তোলার কৌশলকেই উচ্চারণ করে বা সরব পাঠ বলে। শিক্ষার্থীরা তাদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উপকৃত হওয়ার জন্য বার বার সরব পাঠের আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীরা এতে বেশি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে। শিক্ষার্থীবৃন্দ সরব পাঠের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে। নিম্নের ছকে সরব পাঠের সুবিধাগুলো উল্লেখ করুন। আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

উচ্চারণ করে বা সরব পাঠের সুবিধাসমূহ

সরব পাঠ বা উচ্চারণের সাহায্যে পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের-
১। জিহবার এবং স্বভাবের জড়তা কেটে উঠতে সহজ হয়।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২৭**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস- ১

সাধারণভাবে কোনো মুদ্রিত/ছাপানো বা অমুদ্রিত লেখার অর্থ বা পাঠোদ্ধারকে পঠন বলা যায়। পঠন বা পড়া হলো ভাষা ও জ্ঞান আহরণের একটি পদ্ধতি। পঠনের মাধ্যমে জ্ঞান ও চিন্তাভাবনা বিনিময় করা যায়। সচেতন পাঠক তার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে পঠনের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে তার নিজের নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হন। পঠন বলতে পড়ার কাজকে বোঝানো হয়ে থাকে। কেউ এটাকে আবৃত্তি এবং কেউ আবার এটাকে অধ্যয়ন বলে থাকেন। পঠন বলতে সাধারণত লেখা, দেখা ও বলতে পারাকে বোঝানো হয়। পাঠের অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু প্রথমে লেখার সাথে পরিচিতি লাভ করে বলে অনেকে মনে করেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরুতেই পাঠের কাজ শুরু হয়। এই পাঠের কাজ চলতে থাকে সারা জীবন। ভালো শিক্ষার জন্য যেমন পঠনের বিকল্প নেই, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যও পঠনের বিকল্প নেই। পঠন ব্যতীত সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা বৃথা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পড়ে পড়েই মানুষ শিখতে পারে। পঠন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে।

ভালো পঠন:

ভালো পঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। পঠনের অভ্যাস যার যত বেশি ও উন্নত হবে সে তত বেশি শিখবে এবং ভালো করে শিখবে। ভালো পঠন বলতে এমন পঠনকে বোঝানো হয়ে থাকে যাতে পূর্ব নির্ধারিত কোনো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে মনোযোগ সহকারে সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু পাঠ করা হয়। ভালো পঠন সরব এবং নীরব দুভাবেই হতে পারে।

শিখন অভ্যাসের ধারণা:

শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে শিখন অভ্যাস বলতে সাধারণত একটি অবিরাম বা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী যখন নিয়মিতভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু চর্চা করেন, সামাজিক বিজ্ঞানের অজানা বিষয়সমূহ জানার কৌতুহল বোধ করেন, নিয়মিত অনুশীলন করেন এবং এ লক্ষ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের পুস্তক ও অন্যান্য বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন, অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, তাকেই সামাজিক বিজ্ঞানের শিখন অভ্যাস বলা যেতে পারে।

শিখন অভ্যাসের কৌশলসমূহ:

১। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্বলিত পুস্তক, জার্নাল প্রভৃতি সংগ্রহ ও অনুশীলন করা।

২। জোড়ায় জোড়ায় বা দলীয় ভিত্তিতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনুশীলন।

৩। প্রতি জোড়ায় বা দলে সামাজিক বিজ্ঞানের করণীয় কাজ বণ্টন।

৪। প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত বিনিময়।

৫। বিষয়বস্তুর ভাব জানার ক্রমাগত প্রচেষ্টা গ্রহণ।

৬। একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর শিখনসীমা নির্দিষ্টকরণ।

৭। কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের অস্পষ্টতা থাকলে তা অকপটে স্বীকার করে বোঝার জন্য অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা।

৮। স্ব-শিখনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

৯। জ্ঞানের গভীরে যেতে সচেষ্ট হওয়া।

১০। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষণ-শিখনের পর পর্যালোচনা করা।

ভালো পঠনের বা সু-পঠনের গুরুত্বসমূহ

১। ভালো পঠন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যক শর্ত হিসেবে কাজ করে।

২। ভালো পঠন শিক্ষা গ্রহণকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

৩। ভালো পঠনের দ্বারা শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ একটি সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করে।

৪। ভালো পঠন শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে তোলে।

৫। ভালো পঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জিহবার জড়তা দূর হয়।

৬। ভালো পঠনের মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৭। ভালো পঠনে ভাব ও আবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় বলে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুগত ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

৮। নিয়মিত অনুশীলনে পাঠের সু-অভ্যাস গড়ে উঠে।

৯। এতে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান স্বচ্ছতা লাভ করে।

১০। ভালো পঠনে শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গি ও ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

১১। এতে শিক্ষার্থীর মেধার পূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

১২। শিক্ষণ-শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১৩। বিষয়গত জ্ঞানের জটিলতা কমে আসে।

১৪। বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

১৫। বিষয়ের বোধগম্যতার কারণে শিক্ষার্থী বিষয়টি নিয়মিত অনুশীলনে সচেষ্ট হন।

পাঠের বিশেষ দিকসমূহ

১। বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়া।

২। স্বাভাবিক স্বরে পড়া।

৩। অর্থ বুঝে পড়া।

৪। মনোযোগ দিয়ে পড়া।

৫। শেখার জন্য পড়া।

৬। জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর জন্য পড়া।

৭। পঠনের মাধ্যমে শিখনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য পড়া।

৮। প্রয়োজনে পাঠের অংশ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্য পড়া।

৯। অভিধান ব্যবহার করা।

১০। পাঠের বিষয় নিয়ে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করা।

১১। সম্ভব হলে সতীর্থদের সাথে আলোচনা পর্যালোচনা করা।

১২। অনুশীলন করা/প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়।

১৩। অধ্যায়ভিত্তিক শিখন অভ্যাস গড়ে তোলা।

১৪। পুনরাবৃত্তিমূলক অনুশীলন করা।

১৫। প্রেষণা ও আগ্রহ জাগ্রত করা।

পঠন দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ

সাধারণত সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দুধরনের হতে পারে। যেমন:

১। উচ্চারণ করে বা সরব পাঠ (Loud Reading)।

২। উচ্চারণ না করে বা নিরব পাঠ (Silent Reading)।

সুপঠনের মাধ্যমসমূহ

১। ছাপানো বা মুদ্রিত উপকরণ।

২। পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা প্রবন্ধ।

৩। ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম।

৪। ইন্টারনেট।

৫। পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা।

৬। প্রশিক্ষক ও সতীর্থদের সাথে আলোচনা।

৭। একক কাজ ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

৮। ব্যক্তিগতভাবে নোট করা।

৯। লাইব্রেরি ব্যবহার করা।

১০। উপস্থিত বক্তৃতা, নির্ধারিত বক্তৃতা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ।

১১। সামাজিক বিজ্ঞান মেলা, রপ্তানি মেলা পরিদর্শন।

১২। সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ।

উচ্চারণ করে বা সরব পাঠের সুবিধাসমূহ

উচ্চারণ করে বা সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের-

১। জিহবার জড়তা এবং স্বভাবের জড়তা কাটিয়ে উঠতে সহজ হয়।

২। পাঠে লাজুকতা দূর হয়।

৩। সামাজিক বিজ্ঞান পাঠে অমনোযোগিতার অবসান ঘটে।

৪। ভুল উচ্চারণ করলে শিক্ষক বা অভিভাবক তা সহজে ধরতে পারেন এবং সংশোধন করে দিতে পারেন।

৫। মনোযোগী শিক্ষার্থী পাঠের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

৬। উচ্চারণ বিকৃতি ও আঞ্চলিক উচ্চারণ দূরীভূত হয়।

৭। কোনো পাঠ মুখস্ত করতে চাইলে তা অনেকটা সহজ হয়।

৮। শিক্ষার্থীর মনে আনন্দের সঞ্চারণ ঘটে এবং পাঠে অনুপ্রেরণা পায়।

৯। বিষয়বোধ স্পষ্ট হয়।

১০। বিষয়টির ওপর দক্ষতা বাড়ে।

১১। মনোযোগ বাড়ে।

১২। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্ভব হয়।

১৩। অনেক লোকের সামনে কিছু পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

১৪। সভা সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠে অভ্যস্ত করে তোলে/প্রবন্ধ পাঠে দক্ষতা অর্জন করা যায়।

১৫। পঠিত বিষয় বোঝার পরিমাণ মূল্যায়ন করা যায়।

১৬। শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হয়।

১৭। পাঠের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

মূল্যায়নঃ

১। পঠন ও শিখন অভ্যাস বলতে কী বোঝায়? শিখন অভ্যাসের কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

২। ভালো পঠনের গুরুত্বসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। স্ব-শিখন প্রক্রিয়ায় পাঠের বিশেষ দিকগুলো বিবৃত করুন।

৪। পঠন দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ এবং সুপঠনের মাধ্যমগুলো বর্ণনা করুন।

৫। আপনার মতে উচ্চারণ করে বা সরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যে উপকার সাধিত হতে পারে বলে মনে করেন তা বিবৃত করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২৮**

সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস- ২

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞানে পঠন দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বার বার অধ্যয়নের মাধ্যমে যদি সুস্পষ্ট, শুদ্ধ, বোধগম্য, শ্রুতিমধুরভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে তাকে সামাজিক বিজ্ঞানের ভালো পঠন বলা যেতে পারে। ভালো পঠন দক্ষতার মাধ্যমে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ উপস্থাপনে সক্ষম হন। পাঠকদের মাঝে রয়েছে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পাঠক। সক্রিয় পাঠকের সক্রিয়তা দুভাবে সংঘটিত হতে দেখা যায়। তাহলো উচ্চারণ করে বা শব্দ করে পাঠ, অর্থাৎ সরব পাঠ। তাছাড়া রয়েছে উচ্চারণ না করে বা শব্দ না করে পাঠ, অর্থাৎ নীরব পাঠ। বর্তমান ইউনিটের অধিবেশন ১১-তে সরব পাঠ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান অধিবেশনে মনোযোগী ও অমনোযোগী পাঠক, নীরব ও সক্রিয় পঠনের গুরুত্ব, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- মনোযোগী ও অমনোযোগী পাঠকের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শব্দবিহীন/ নীরব পঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শব্দবিহীন/ নীরব পঠনের সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।
- পাঠের বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ১: মনোযোগী ও অমনোযোগী পাঠকের ধারণা বর্ণনাকরণ

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অধ্যয়নকালে আপনারা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ধরনের পাঠকের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে যেমন- মনোযোগী পাঠক আবার অমনোযোগী পাঠকেরও দেখা পাওয়া যায়। আপনারা একবার ভেবে দেখুন মনোযোগী পাঠকের কী ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং অমনোযোগী পাঠক কী করেন? আপনাদের ধারণাগুলো নিচের ছকে বিবৃত করুন।

মনোযোগী ও অমনোযোগী পাঠকের ধারণা

মনোযোগী পাঠক

- একজন সক্রিয় পাঠক
-
-
-
-
-
-

অমনোযোগী পাঠক

- পাঠ করছেন তবে স্বল্পমাত্রায় সক্রিয়তা প্রদর্শন করছেন
-
-
-
-
-
-

পর্ব- খঃ শব্দবিহীন/নীরব পঠন ও এর গুরুত্ব শনাক্তকরণ

সাধারণত কোনো শিক্ষণ-শিখনীয় বিষয়বস্তু শব্দ করে না পড়ে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে নীরব বা শব্দহীন পাঠ বলা যেতে পারে। এ ধরনের পঠনে কোনো আওয়াজ না হওয়ার কারণেই এটাকে নীরব পাঠ বলা হয়। যিনি নীরব পাঠ গ্রহণ করছেন তার পাশের কোনো পাঠক তার পাঠের শব্দ শুনতে পান না। শিক্ষার্থীবৃন্দ, নীরব পাঠের গুরুত্বগুলো সম্পর্কে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

নীরব পাঠের গুরুত্ব শনাক্তকরণ

- শব্দবিহীন পাঠের সাহায্যে অধিক পরিমাণে পড়া যায়।
-
-
-
-
-

পর্ব- গঃ শব্দবিহীন পাঠের সুবিধা ও অসুবিধা নিরূপণ

শিক্ষার্থীগণ, শব্দবিহীনভাবে সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। আপনারা শব্দবিহীন পাঠের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে কিছুক্ষণ ভেবে নিন এবং অতঃপর নিম্নের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি করে উদাহরণ দেয়া হলো।

শব্দবিহীন পাঠের সুবিধা:
▪ অনেক বেশি বিষয়বস্তু পাঠ করা যায় বলে শব্দবিহীন/নীরব পাঠ অধিক জ্ঞানার্জনে সহায়ক। ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

শব্দবিহীন পাঠের অসুবিধাসমূহ

- পাঠকের জড়তা দূরীকরণে সহায়ক হয় না
-
-
-
-

পর্ব- ঘঃ শব্দবিহীন পাঠের কৌশলসমূহ শনাক্তকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শব্দবিহীন পাঠ শুরু করার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া পাঠ চলাকালীন ও পাঠোত্তর কালেও অনেকগুলো কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। আপনারা এসকল কৌশল সম্পর্কে একটু ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি করে উদাহরণ দেয়া হলো।

১। পাঠপূর্ব কৌশল:

ক) পাঠ্যবিষয় জরিপ:

- পাঠ্যবিষয় জরিপ: পাঠের বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া, চিন্তা শক্তিকে সক্রিয় করে তোলা। পাঠের শিরোনাম ও উপ-শিরোনামগুলো দেখে ধারণা গঠন করা।
-
-
-
-
-

২। **পাঠ চলাকালীন কৌশলঃ**

ক) ধারণা মূর্তকরণ: চার্ট, ছবি, উদাহরণ, ছক ইত্যাদির উপর চোখ বুলিয়ে পূর্বজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

-
-
-
-

৩। **পাঠোত্তর কৌশলঃ**

ক) বিষয়ের সারাংশ লিখে নেয়া

-
-
-
-

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: ভালো পঠন ও শিখন অভ্যাস– ২

মনোযোগী পাঠক

মনোযোগী পাঠক বলতে সাধারণত সেই পাঠককে বোঝানো হয় যিনি অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সক্রিয়তার সাথে পাঠে মনোনিবেশ করেন।

মনোযোগী পাঠক–

- একজন সক্রিয় পাঠক।
- অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়কে পাঠের কাজে ব্যবহার করেন।
- অধিক পরিমাণে পড়তে চেষ্টা করেন।
- পরিকল্পিত ও সংগঠিতভাবে পাঠাভ্যাস করেন।
- অধিক পরিমাণে শিখতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন।
- অধিক পরিমাণে জানার চেষ্টা করেন।
- পেশখার মাধ্যমে নিজের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।
- কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করেন।
- অধিক পরিমাণে তথ্যের উৎস থেকে জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট হন।
- পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞানের সেতুবন্ধনে সচেষ্ট হন।
- শিক্ষকের সহায়তা/সহযোগিতা কামনা করেন।
- শ্রেণিতে সবসময় কর্মতৎপর থাকেন।

অমনোযোগী পাঠক-

- অধিক সময় পাঠে নিষ্ক্রিয় থাকেন।
- স্বল্পসংখ্যক ইন্দ্রিয়কে পাঠের কাজে ব্যবহার করেন।
- স্বল্প পরিমাণে শিখতে ও বুঝতে চেষ্টা করেন।
- মানসিক প্রস্তুতি ও দক্ষতার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।
- বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ গ্রহণ করেন।
- পাঠে অনীহা পরিলক্ষিত হয়।
- বিষয়বস্তু বুঝতে ও শিখতে তেমন চেষ্টা করেন না।
- অন্যের সাহায্য গ্রহণে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না।
- তথ্যের উৎস সন্ধানে চেষ্টা করেন না।
- অপরিকল্পিতভাবে পাঠাভ্যাস করেন।
- আগ্রহের অভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন না।

শব্দবিহীন বা নীরব পঠন

সাধারণত কোনো আওয়াজ বা শব্দ না করে শিক্ষণ-শিখনীয় বিষয়বস্তু পাঠ করাকে নীরব পঠন বলা হয়। নীরব পঠনের অনেকগুলো গুরুত্ব রয়েছে।

নীরব/শব্দবিহীন পঠনের গুরুত্বঃ

১। শব্দবিহীন পাঠের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে পড়া যায়।

২। একাগ্রতা সহকারে পাঠ করা যায়।

৩। স্বল্প সময়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা অর্জিত হয়।

৪। পাঠ গ্রহণকারীর উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫। বিষয়বস্তুর গভীরে পৌঁছা যায়।

৬। পাঠ গ্রহণকারীর শারীরিক শক্তির কম অপচয় ঘটে।

৭। অধিক সময় ধরে পাঠ গ্রহণ করা যায়।

৮। ধ্যানমগ্ন হয়ে পাঠ গ্রহণ করা যায়।

৯। মাথা ব্যথা থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

১০। ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ সম্ভব হয়।

১১। পাঠকের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়।

১২। শিখন সঞ্চালনে সহায়তা করে।

১৩। ভাষামূলক শিখনে সহায়ক হয়।

১৪। পঠিতব্য বিষয়ের মর্মার্থ অনুধাবন করা সহজ হয়।

১৫। দাড়ি, ক্ষমা ও যতি চিহ্নের অনুশীলন করা যায়।

শব্দবিহীন পাঠের সুবিধাসমূহ

১। অনেক বেশি বিষয়বস্তু পাঠ করা যায় বলে শব্দবিহীন/নীরব পাঠ অধিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক।

২। শব্দবিহীন পাঠ শিক্ষার্থীকে পাঠে একনিষ্ঠ এবং সংযমী করে তোলে।

৩। শব্দবিহীন পাঠের জন্য কোনো বিশেষ পরিবেশের দরকার হয় না।

৪। শব্দবিহীন পাঠ একাকীত্ব বিনাশী। অবসর সময়ের প্রিয় সঙ্গী।

৫। বিষয়ের গভীরে মনোযোগ দেয়ার জন্য শব্দবিহীন পাঠ বেশি উপযোগী।

৬। শব্দবিহীন পাঠের দ্রুততা অনেক বেশি। ফলে অল্প সময়ে অনেক বেশি বিষয়বস্তু পাঠ করা যায়।

৭। ক্ষুদে শিক্ষার্থী অপেক্ষা বড়দের জন্য শব্দবিহীন পাঠ বেশি কার্যকর ও সহায়ক।

৮। শব্দবিহীন পাঠে সহজে ক্লান্তি আসে না।

৯। শব্দবিহীন পাঠ মূল বক্তব্য অনুধাবনে সহায়ক।

১০। শব্দবিহীন পাঠ অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করে না।

শব্দবিহীন পাঠের অসুবিধাসমূহ

১। শ্রেণিতে শব্দবিহীন পাঠ অনুপযোগী কারণ এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় না।

২। এ ধরনের পাঠ সকল পরিবেশে করা যায় না।

৩। শিক্ষার্থীদের জড়তা দূরীকরণে শব্দবিহীন পাঠ সহায়ক নয়।

৪। শব্দবিহীন পাঠে অশুদ্ধ উচ্চারণ শোধরাবার সুযোগ থাকে না।

৫। এতে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ করে দেয়ার সুযোগ না থাকায় ভাষার আঞ্চলিক প্রভাব ও উচ্চারণ বিকৃতি দূর করা যায় না।

৬। একাগ্রতা ব্যতীত শব্দবিহীন পাঠ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৭। শিক্ষায় অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা শব্দবিহীন পাঠের নামে পড়া-শোনায় ফাঁকি দিতে পারে।

৮। স্বল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য শব্দবিহীন পাঠ অনুপযোগী।

শব্দবিহীন পাঠের কৌশলসমূহ

১। পাঠ পূর্ব কৌশলঃ

ক) পাঠ্য বিষয় জরিপঃ পাঠের বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া, চিন্তা শক্তিকে সক্রিয় করা। পাঠের শিরোনাম ও উপ-শিরোনামগুলো দেখে ধারণা গঠন করা।

খ) সময় নির্বাচনঃ পাঠ্য বিষয়ের আলোচনার পরিধি ও গভীরতা এবং কাঠিন্যের মাত্রা বুঝে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

গ) পাঠ্য বিষয়ের ধারণা মানচিত্র গঠনঃ একটি কাগজে শিরোনাম, উপ-শিরোনাম এবং মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট কিছু শব্দ লিখতে হবে যা পড়তে অনুপ্রাণিত করবে, শ্রেণিতে শুনতে উদ্বুদ্ধ করবে।

২। পাঠ চলাকালীন কৌশলঃ

ক) ধারণা মূর্তকরণঃ চার্ট, ছবি, উদাহরণ, ছক ইত্যাদির উপর চোখ বুলিয়ে পূর্বজ্ঞানের সাথে সমন্বয় সাধন করে নেয়া।

খ) শিরোনাম দেয়াঃ নিজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্যারার নামকরণ করা যেতে পারে।

গ) আন্ডার লাইন/চিহ্নিতকরণঃ মার্কার/পেন্সিল/কলম দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/তত্ত্ব চিহ্নিত করলে সুবিধা হয়।

৩। পাঠ উত্তর কৌশলঃ

(ক) বিষয়ের সারাংশ লেখা, (খ) বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নোট লেখা, (গ) বিষয়বস্তুর অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আত্মমূল্যায়ন করা।

মূল্যায়নঃ

১. মনোযোগী ও অমনোযোগী পাঠকের ধারণা বর্ণনা করুন।

২. শব্দবিহীন/ নীরব পঠন বলতে কী বোঝায়? শব্দবিহীন পঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. শব্দবিহীন পঠনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন।

৪. পঠনের কৌশলসমূহ বিবৃত করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২৯**

সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: সামাজিক বিজ্ঞান পুনঃ পাঠের কৌশল

ভূমিকা

পঠন বলতে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পড়ার কাজকেই বোঝানো হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কোনো শিক্ষার্থী যদি পড়তে ও বুঝতে পারেন এবং পড়ার কাজ যদি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করেন তবে এটাকে সামাজিক বিজ্ঞানের পঠন দক্ষতা বলা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞানের পঠন দক্ষতা বিভিন্নভাবে কার্যকর করা যায়। যেমন- উচ্চারণ করে বা শব্দ করে পঠন এবং উচ্চারণ না করে বা শব্দবিহীনভাবে পঠন। তবে উচ্চারণ করে অথবা শব্দবিহীনভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের পুনঃ পাঠও করা যেতে পারে। পুনঃপাঠ কৌশল সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে একটি বহুল ব্যবহৃত ও কার্যকরী কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্যতা দূরীকরণে, শিখনফলকে দীর্ঘস্থায়ীকরণে, অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে পুনঃ পাঠের কৌশল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান অধিবেশনে পুনঃ পাঠের ধারণা, কৌশল, গুরুত্ব এবং শিক্ষা সুদৃঢ়করণে পুনঃ পাঠের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- পুনঃ পাঠের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুনঃ পাঠের কৌশলসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।
- পুনঃ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা সুদৃঢ়করণে পুনঃ পাঠের অবদান শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ পুনঃ পাঠের ধারণা বর্ণনাকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ধারণা করা যেতে পারে যে, আপনারা অনেকেই পুনঃ পাঠ করে থাকেন। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন পুনঃ পাঠ বলতে কী বোঝায়? কেউ কেউ পুনঃ পাঠকে পুনঃ অধ্যয়ন বা Review Study হিসেবে অভিহিত করেন। আবার কেউ কেউ পুনঃ পাঠকে পুনঃ শিখন বা Review Learning বলে অভিহিত করেন। আপনারা ভেবে দেখুন পুনঃ পাঠ বলতে কী বোঝায় এবং আপনাদের ধারণাগুলো নিম্নের ছকে লিখুন।

পুনঃ পাঠের ধারণা

পর্ব- খঃ পুনঃ পাঠের কৌশলসমূহ শনাক্তকরণ

যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার কতকগুলো কৌশল থাকতে পারে। পুনঃ পাঠের কাজটিও সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করতে হয়। কৌশল বলতে মূলত উপায়কেই বোঝানো হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞানরাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অতি সহজেই একদেশের সামাজিক বিজ্ঞানের নব উদঘাটিত জ্ঞান অন্য দেশের মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এই নতুন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়কেই নিয়মিত পড়া-লেখা করতে হবে। কোনো জ্ঞান স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেলে তা পুনরুদ্ধারে পুনঃ পাঠ গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, পুনঃ পাঠ গ্রহণের জন্য কী কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে আপনারা একটু ভেবে নিন এবং অতঃ:পর নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

পুনঃ পাঠের কৌশলসমূহ

- অর্থপূর্ণ সরব পাঠ
-
-
-
-
-

পর্ব- গঃ পুনঃ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যাকরণ

সামাজিক বিজ্ঞান আমাদের সমাজ ও মানুষের জীবনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে গতিশীল রাখার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান পুনঃ পাঠের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞান পুনঃ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে একটু ভেবে নিন এবং নিম্নের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

পুনঃ পাঠের গুরুত্বসমূহ

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও শিখনফল সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হয়।
-
-
-
-
-
-

পর্ব- ঘঃ শিক্ষা সুদৃঢ়করণে পুনঃ পাঠের অবদান শনাক্তকরণ

পুনঃ পাঠ একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিক্ষার্থীবৃন্দ, পুনঃ পাঠ কীভাবে শিক্ষা সুদৃঢ়করণে অবদান রাখে সে সম্পর্কে একটু ভেবে দেখুন। অতঃপর তা নিম্নের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

শিক্ষা সুদৃঢ়করণে পুনঃ পাঠের অবদান।

- পুনঃ পাঠ বিষয়ের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
-
-
-
-
-

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ২৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

সামাজিক বিজ্ঞান পঠন দক্ষতা: সামাজিক বিজ্ঞান পুনঃ পাঠের কৌশল

পুনঃ পাঠের ধারণা

শিক্ষণ-শিখনকে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে পুনঃ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পুনঃ পাঠকে কোনো কোনো লেখক পুনঃ শিখন বা Review Learning এবং কেউ কেউ পুনঃ অধ্যয়ন বা Review Study হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন পুনঃ পাঠ, পুনঃ শিখন এবং পুনঃ অধ্যয়ন শব্দগুলো একই ধরনের ধারণা প্রকাশের জন্যই ব্যবহার করা হয়। পুনঃ পাঠ হলো শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি কৌশল। ধরুন, একজন শিক্ষার্থী সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞানার্জন করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানগত আবেগিক এবং মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটেছে যা মূল্যযাচাই-এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন যদি শিক্ষার্থী সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পুনঃ পাঠ না করেন তাহলে অনেক কিছুই তার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিখনকে তাৎপর্যময় ও কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে পুনঃ পাঠ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞান বা অন্য কোনো বিষয়ের শিক্ষণ-শিখনীয় বিষয়বস্তুকে স্মৃতি থেকে হারিয়ে না যাওয়ার লক্ষ্যে কিছুদিন পর পর পাঠ করা হলে এ ধরনের পাঠকে পুনঃ পাঠ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষণ-শিখনীয় বিষয়বস্তুর যে কোনো ক্ষেত্রে বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিখনের সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে পুনঃ পাঠ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ পুনঃ পাঠ পাঠের পুনরাবৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিয়মিত ও ফলপ্রসূ পুনঃ পাঠের মাধ্যমে শিখনকে সফল করে তোলা যায়। শিখন হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আবার পুনঃ পাঠও ধারাবাহিক গতিতে চলে। পুনঃ পাঠের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পাঠের বিষয় এবং এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত হয়।

পুনঃ পাঠের কৌশলসমূহ

১। অর্থপূর্ণ সরব পাঠ।

২। অর্থপূর্ণ শব্দবিহীন পাঠ।

৩। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয়বস্তুর পুনঃ পাঠের পরিকল্পনা করা।

৪। পুনঃ পাঠের জন্য বিষয়বস্তুর তালিকা প্রস্তুত করা।

৫। বিষয়বস্তুর প্রস্তুতকৃত তালিকা ফাইলে সংরক্ষণ করা।

৬। পুনঃ পাঠের জন্য যেসব বিষয়বস্তু পাওয়া যায় নি তাও চিহ্নিত করা।

৭। পরবর্তীতে সম্ভব হলে এগুলো সংগ্রহের মাধ্যমে পুনঃ পাঠ করা।

৮। পুনঃ পাঠের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণ কাজ জমিয়ে না রাখা।

৯। পরীক্ষার ক্ষেত্রে অতীতের/নিকট অতীতের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে সে সকল প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু পুনঃ পাঠ করা।

১০। বিভিন্ন প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনে বার বার চেষ্টা করা।

১১। উদ্বোধনী ও সমাপনী কোর্সের, সেমিনারের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে তা পুনঃ পাঠ করা।

১২। কোনো বিষয় জটিল অথবা সহজ বলে অবহেলা না করে বিষয়টি পুনঃ পাঠের মাধ্যমে রপ্ত করা।

১৩। নির্দিষ্ট নিয়ম ও সময় ভাগ করে পুনঃ পাঠ করা।

১৪। পুনঃ পাঠের মাঝে কিছু সময় বিরতি দেয়া।

১৫। স্বল্প পরিমাণ বিষয়বস্তু দিয়ে পুনঃ পাঠ শুরু করে আস্তে আস্তে বিষয়বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

১৬। দৃঢ় সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পুনঃ পাঠকে ত্বরান্বিত করা।

১৭। সংকেত ব্যবহার করে লেখার মাধ্যমে পুনঃ পাঠের বিষয়বস্তু দ্রুত সংগ্রহ করা।

১৮। পুনঃ পাঠে ছন্দময় শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

১৯। বিষয়বস্তুর শ্রেণিবিন্যাস করে পুনঃ পাঠ করা।

২০। উদ্দীপক নির্ভর পুনঃ পাঠ পদ্ধতি অনুসরণ করা।

২১। কোনো ক্ষেত্রে পুনঃ পাঠের বিষয়বস্তু জটিল মনে হলে এবং কোনোভাবে সমাধান করতে না পারলে প্রশিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করা।

সামাজিক বিজ্ঞান পুনঃ পাঠের গুরুত্বসমূহ

১। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও শিখনফল সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হয়।

২। জ্ঞানের ভিত মজবুত হয়।

৩। শিক্ষার্থীকে পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল করে তোলে।
৪। শিক্ষার্থীকে উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন ও সৃজনশীল করে তোলে।
৫। শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিদীপ্ত ও কৌতুহলী করে তোলে।
৬। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীকে অনুরাগী করে তোলে।
৭। নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পেতে সহায়ক হয়।
৮। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর নিকট সহজবোধ্য হয়।
৯। শিক্ষাগ্রহণ সুবিন্যস্ত ও আনন্দময় হয়।
১০। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ শেষ হয়।
১১। জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
১২। পাঠ সহজ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।
১৩। শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে।
১৪। জটিল বিষয় সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।
১৫। শিখনফল দীর্ঘস্থায়ী হয়।
১৬। শিখন অর্থপূর্ণ হয়।
১৭। ভুল সংশোধন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিক্ষা সুদৃঢ়করণে পুনঃ পাঠের অবদান

১। পুনঃ পাঠ বিষয়ের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
২। পুনঃ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৩। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত করে শিক্ষাকে অগ্রসর করে নেয়।
৪। পুনঃ পাঠের সময় নোট নিয়ে জটিল বিষয়গুলোর শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী করা যায়।
৫। অতীত নমুনা প্রশ্নের বিশ্লেষণ করা যায়।
৬। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।
৭। সঠিকভাবে শিক্ষার্থী ধারণা গঠন করতে পারে।
৮। কোর্সের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট হয়।
৯। বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

মূল্যায়নঃ

১। পুনঃ পাঠের ধারণা বর্ণনা করুন।
২। পুনঃ পাঠের কৌশলসমূহ বিবৃত করুন।
৩। শিক্ষা সুদৃঢ়করণে পুনঃ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩০**

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন: সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন

ভূমিকা

কোনো নির্দিষ্ট পেশার মান উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন বা অবিরাম প্রক্রিয়া। একজন শিক্ষক নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের পর শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। নির্দিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যগত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জিত হয়। তাঁর অর্জিত তত্ত্ব ও তথ্যগত জ্ঞান শিক্ষকতা পেশার জন্য অপরিহার্য হলেও তা যথেষ্ট (Sufficient) নয়। তিনি শিক্ষকতা পেশার গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজতি পেশাজীবীগণ তাদের পেশার গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নানামুখী কৌশল ব্যবহার করে যে অনুশীলন করে থাকেন তাকে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বা Continuous Professional Development- CPD বলা হয়। একজন শিক্ষক যে সকল পদ্ধতিতে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারেন যদি তিনি সে সকল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অগ্রসর হন তাহলে তাঁর সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, সুন্দর, সাফল্যমন্ডিত হবে। প্রতিনিয়ত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় তিনি নতুন নতুন উপাদান সংযোজন করে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানকে একটা উন্নততর অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন। বর্তমান অধিবেশনে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি–

- ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে বিবৃত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য করণীয়সমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের ধারণা শনাক্তকরণ

সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা আপনাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় ভেবে নিন। অতঃপর আপনাদের ধারণাকে নিম্নের ছকে লিখুন।

ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নের ধারণা

-
-
-
-
-
-

পর্ব- খঃ সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে প্রয়োগযোগ্য উপায়সমূহ নির্ণয়করণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মাইক্রোটিচিং এর ১৮টি দক্ষতা রয়েছে। আপনারা দক্ষতাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করুন এবং নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

মাইক্রোটিচিং এর ১৮টি দক্ষতা

১. শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনায় তারতম্য আনয়ন করা
২.
৩.
৪.
.
.
.
১৮.

শিক্ষার্থীবৃন্দ, সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে ধারাবাহিক/ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। আপনারা উপায়গুলো সম্পর্কে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে প্রয়োগযোগ্য পেশাগত উন্নয়নের উপায়সমূহ

১. নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যাকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন কী? আপনারা এ সম্পর্কে একটু ভেবে নিন এবং আপনাদের চিন্তা থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলো নিম্নের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব

১. সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

২.

৩.

৪.

.

.

.

পর্ব- ঘঃ ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য করণীয়সমূহ শনাক্তকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য একজন সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকের কী কী করণীয় হতে পারে আপনারা ভেবে নিন এবং নিম্নের ছকে লিখুন।

আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে একজন সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের করণীয়

১. প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা
২.
৩.
৪.
.
.
.

সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের শ্রেণি পাঠদানের ক্ষেত্রেও অনেকগুলো করণীয় কাজ রয়েছে। আপনারা এসব কাজ সম্পর্কে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

শ্রেণির পাঠদানের মানোন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের করণীয়

১. পাঠদানের বিষয় ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষককে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।
২.
৩.
৪.
.
.
.

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩০**

মূল শিখনীয় বিষয়

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নঃ সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন

ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের ধারণা

শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় নানাবিধ নতুন ও উদ্ভাবনীমূলক উপাদান সংযোজন করা যেতে পারে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে। এসকল নতুন পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়ে উঠে ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে। ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন বলতে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিতদের জ্ঞানের পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে পেশা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও দক্ষতাগুলোকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টাকে বোঝানো হয়। অনুশীলন ও জীবনব্যাপী কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে প্রতিফলন প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতার ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠে।

সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (Continuous Professional Development- CPD) যে কোনো পেশার পূর্বশর্ত। বিরাজমান অবস্থার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সাধনই হলো উন্নয়ন। শিক্ষকতা পেশায় এর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। শিক্ষককে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। একে আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে হলে পেশাগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা খুব জরুরি। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে ক্রমগত পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত থাকতে হবে, পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে শিখন-শিক্ষণ পরিবেশে। বিশ্বায়নের এই যুগে পাঠ্যপুস্তক আর বিষয় শিক্ষক জ্ঞানের একমাত্র উৎস নয়। ই-মেইল, ইন্টারনেট প্রভৃতি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থী নিজেই পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকও বিভিন্ন বিষয়ে

শিক্ষার্থীর সাথে মিথস্ক্রিয়ায় যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হচ্ছে ও করতে হচ্ছে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।

শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নে Wong এবং Wong (১৯৯৮) বলেছেন, "শিক্ষক হিসেবে আপনি আপনার শিক্ষার্থীর জীবনের স্পন্দনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। এতে করে আপনি এমন এক শিক্ষার্থীকে পাবেন যে, ইতিহাস, শারীরিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, গণিত সব বিষয়ে শিখবে, নিজের অন্য সব কাজ করেও আপনাকে খুশি রাখবার সর্বতো প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।"

সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষককে তাই পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। পেশার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি হবেন দক্ষ-যোগ্য। অনুশীলন, পর্যবেক্ষন, পর্যালোচনা, ফলাবর্তন, আত্মমূল্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বিত পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবেন।

মাইক্রোটিচিং এর ১৮টি দক্ষতা

১। শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনায় তারতম্য আনয়ন করা।

২। শিক্ষকের ব্যাখ্যা দান।

৩। বল বৃদ্ধিকরণ।

৪। অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন উত্থাপন।

৫। প্রশ্নকরণে দ্রুততা।

৬। উচ্চমানের প্রশ্নকরণ।

৭। বিভিন্নধর্মী প্রশ্নকরণ।

৮। শিক্ষকের নিরবতা ও অব্যক্ত ইঙ্গিত।

৯। মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি।

১০। বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার।

১১। বাচনভঙ্গি বা বক্তৃতাকরণ।

১২। পরিকল্পিত পুনরুক্তি।

১৩। সংযোগ সাধন বা অবহিতকরণের সম্পূর্ণতা।

১৪। শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার।

১৫। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা।

১৬। শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় উৎসাহ দান।

১৭। পাঠ প্রস্তুতি।

১৮। সমাপ্তিকরণ।

সামাজিক বিজ্ঞানের নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োগযোগ্য পেশাগত উন্নয়নের উপায়সমূহ

১। নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা।

২। নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন।

৩। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

৪। পঠন দক্ষতা অর্জন।

৫। ভালো পঠনের অভ্যাস সৃষ্টিতে সচেষ্ট হওয়া।

৬। নিয়মিত শিখনের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৭। স্ব-শিখনে সচেষ্ট হওয়া।

৮। অপরের গঠনমূলক সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ করা।

৯। আত্মমূল্যায়ন করা।

১০। কর্মসহায়ক গবেষণায় যুক্ত থাকা।

১১। প্রতিফলন ডায়রির ব্যবহার করা।

সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব

১। সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সম্ভব।

২। আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল রপ্ত করে কার্যকরভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব।

৩। শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধন করা যায়।

৪। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় লাভ করা যায়।

৫। এতে শিক্ষকগণ সুশিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠবেন।

৬। দক্ষতার সাথে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হবেন।

৭। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে এবং তাদের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারবেন।

৮। শিক্ষার্থীদের মূল্যমান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করবেন।

৯। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে সক্ষম হবেন।

১০। আত্মবিশ্বাসসহ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

১১। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণে দক্ষতা অর্জন করবেন।

১২। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১৩। সামাজিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা ও কৌতুহল বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

১৪। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন করতে পারবেন।

১৫। অর্থপূর্ণভাবে শিক্ষণ-শিখন কাজ পরিচালনার তাগিদ অনুভব করবেন।

১৬। দায়িত্বশীল শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠবেন।

১৭। সুন্দরভাবে পাঠ উপস্থাপনের কৌশল আয়ত্ত করতে পারবেন।

১৮। নিয়মিত পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

১৯। শিক্ষকদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

২০। নতুন তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

২১। বিষয়গত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

২২। আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের করণীয়সমূহ

১। প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

২। কনফারেন্স ও কর্মশিবিরে অংশগ্রহণ।

৩। সমীক্ষা দল গঠন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়,পারস্পরিক আলোচনা।

৪। পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ, ম্যাগাজিন পাঠ।

৫। জার্নাল, নিউজ লেটার, দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী পাঠ, শিক্ষাবার্তা, গবেষণা কাজে জড়িত হওয়া।

৬। পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া।

৭। গবেষণা প্রতিবেদন সংগ্রহ, শিক্ষার্থীদের অর্পিত কাজ দিয়ে মূল্যায়ন।

৮। শিক্ষা সম্মেলন ও মেলার আয়োজন করা।

৯। রেডিও, টিভিতে নিয়মিত শিক্ষামূলক টক শো শোনা ও দেখা।

১০। ICT বিষয়ক সার্চ ইঞ্জিনের ধারণা লাভ (ইয়াহু, গুগল)।

১১। ইন্টারনেট ব্যবহার।

১২। ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

শ্রেণি পাঠদানের মান উন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের করণীয়সমূহ

১। পাঠদানের বিষয় ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষককে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

২। পাঠদানের পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৩। পাঠ পরিকল্পনায় আচরণিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৪। বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব জ্ঞান যাচাই করতে হবে।

৫। পাঠদানে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৬। পাঠদানের ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে।

৭। পাঠদানের বিষয়বস্তু ছোট ছোট পর্বে বিভক্ত করে পাঠদান করতে হবে।

৮। পাঠদানের জন্য বরাদ্দকৃত সময়কে পাঠের পর্ব অনুযায়ী বিভাজন করতে হবে।

৯। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে সক্রিয় ও কর্মতৎপর রাখতে হবে।

১০। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষককে মনোযোগ দিতে হবে।

১১। পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে।

১২। শিক্ষার্থীদের সাথে মার্জিত আচরণ করতে হবে।

১৩। পাঠের উদ্দেশ্য যাচাই করতে হবে।

১৪। শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে কতটুকু সফল হলো তা মূল্যায়ন করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা করুন।

২। সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োগযোগ্য পেশাগত উন্নয়নের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্বসমূহ বর্ণনা করুন।

৪। ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে একজন সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের যেসব করণীয় রয়েছে- সেগুলো বিবৃত করুন।

৫। শ্রেণির পাঠদানের মানোন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের করণীয়সমূহ বর্ণনা করুন।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩১**

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন: সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ

ভূমিকা

প্রায় সাত দশক পূর্বে ১৯৪৪ সালে কর্মসহায়ক গবেষণা বিষয়টি আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৪৪ সালে সর্বপ্রথম বৃটিশ ও ফরাসী বিজ্ঞানীরা সামাজিক সমস্যা সমাধানে কর্মসহায়ক গবেষণা ব্যবহার করেন। একই সালে কার্টলিয়ন বাস্তব সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। ফরাসী বিজ্ঞানী কার্ট লিয়নকে কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির জনক বলা হয়। কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যকে তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারে। একটা বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব পরিবেশে এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয়। যে সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালিত হয় সেগুলো যদি গবেষণায় প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে সমাধান না করা যায় তাহলে পুনরায় সমস্যা চিহ্নিত করে সে সমস্যাকে সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এভাবে কোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক চক্রে কর্মসহায়ক গবেষণা চলতে পারে এবং গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সমাধানের পথ ও পদ্ধতির প্রতিফলন সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। কর্মসহায়ক গবেষণা ও এর প্রতিফলন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণি কার্যক্রম, প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করে তোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- কর্মসহায়ক গবেষণার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ ও কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উপযোগিতা শনাক্ত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক: কর্মসহায়ক গবেষণা সংজ্ঞায়িতকরণ

কর্মসহায়ক গবেষণা বা Action Research হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রাপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধন করা হয়। কর্মসহায়ক গবেষণার অনেকগুলো সংজ্ঞা রয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কর্মসহায়ক গবেষণা বলতে কী বোঝায় আপনারা কিছুক্ষণ ভেবে দেখুন। তারপর নিম্নের ছকে কর্মসহায়ক গবেষণার যতগুলো সম্ভব সংজ্ঞা লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে কর্মসহায়ক গবেষণার একটি সংজ্ঞা উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো।

কর্মসহায়ক গবেষণার সংজ্ঞা

১।	কর্মসহায়ক গবেষণা হচ্ছে এমন এক ধরনের গবেষণা যার মাধ্যমে গবেষক প্রতিষ্ঠানে কাজ চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট সমস্যা শনাক্ত করে তার সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ দিয়ে কাজের পরিবেশ উন্নয়ন করার মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও কাজকে সার্থক করে থাকেন।
২।	
৩।	
৪।	

পর্ব– খঃ কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতি ব্যাখ্যাকরণ

শিক্ষার্থীবৃন্দ, কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রতিফলন পদ্ধতি বলতে কী বোঝায় আপনারা ভেবে নিন। আপনাদের চিন্তা থেকে প্রাপ্ত ধারণাটি নিচের ছকে লিখুন।

কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতি

পর্ব– গঃ কর্মসহায়ক গবেষণার বিভিন্ন ধাপ ও কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনাকরণ

কর্মসহায়ক গবেষণা বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। কর্মসহায়ক গবেষণার ধারাবাহিক ধাপগুলো প্রথমে কুর্ট লিউইন বর্ণনা করেন এবং কুর্ট লিউইন-এর মডেলের আলোকে পরবর্তীতে কেমিস এর বিভিন্ন ধাপগুলো বর্ণনা করেন।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলো নিচের ছকে লিখুন।
কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপসমূহ

কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রতিফলন পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় শিক্ষার্থীগণ একটু ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ

পর্ব– ঘঃ কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উপযোগিতা নিরূপণ

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির কী ধরনের উপযোগিতা রয়েছে শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা ভেবে দেখুন। অতঃপর নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উপযোগিতা

১. কর্মসহায়ক গবেষণা প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করে।
২.
৩.
৪.
৫.

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩১**

মূল শিখনীয় বিষয়

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ

কর্মসহায়ক গবেষণার সংজ্ঞা

১। কর্মসহায়ক গবেষণা হচ্ছে এমন এক ধরনের গবেষণা যার মাধ্যমে গবেষক প্রতিষ্ঠানে কাজ চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট সমস্যা শনাক্ত করে তার সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ দিয়ে কাজের পরিবেশ উন্নয়ন করার মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও কাজকে সার্থক করে থাকেন।

২। কর্মসহায়ক গবেষণা হলো- "সামাজিক ক্রিয়া/কর্মোদ্যোগের গুণগত মান উন্নয়ন" (জন ইলিয়নট-১৯৯১)।

৩। কর্মসহায়ক গবেষণা হলো এক ধরনের গবেষণা যা প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের নিজস্ব অনুশীলনের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে ... এটা হলো শিক্ষার উন্নতি সাধনে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ধরণের শিক্ষা গবেষণা" (কেমিস-১৯৯৩)।

৪। কর্মসহায়ক গবেষণা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের সমস্যাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ ও কাজকে পরিচালিত, সংশোধন ও মূল্যায়ন করে। (স্টিফেন কোরেই-১৯৫৩)।

৫। ''কর্মসহায়ক গবেষণা হলো পুনরায় সামাজিক কার্যক্রমের জন্য গবেষণা ব্যবহারের এমন একটি পদ্ধতি যা কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কিছুসংখ্যক লোকের মতামত ও চেতনাকে একত্রে বিশ্লেষণ করে''। (পালমার ও জনসন-১৯৭১)।

৬। "কর্মসহায়ক গবেষণার মৌলিক অনুমান হচ্ছে সমাজের প্রচলিত রীতি বা অভ্যাস পরিবর্তনের ফলাফল অন্যের দ্বারা নিরীক্ষার চেয়ে স্বয়ং গভীর নিরীক্ষণ কার্যক্রম''। (কুক-১৯৪৯)।

৭। "কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো পরস্পর পরিবর্তনশীল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যার পরিস্থিতির সাথে নৈতিক কাঠামোবদ্ধ লোকদের সাহায্য করা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের ইস্পিত উদ্দেশ্য হাসিল করা"। (অধ্যাপক র‍্যাপপোর্ট-১৯৭০)।

৮। সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা দূরীকরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ, কর্মোদ্যোগের ফলাফল পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিফলন মিলেই কর্মসহায়ক গবেষণা।

৯। কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর তা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং শ্রেণি শিক্ষণ উন্নয়নই হলো কর্মসহায়ক গবেষণার মূলকথা।

কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রতিফলন পদ্ধতি

প্রতিফলন প্রক্রিয়া ব্যক্তিসত্ত্বার স্বরূপ যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। এটি মানসিক চিন্তন সংগঠনের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ ধরনের চিন্তনের সাহায্যে ব্যক্তি নিজেকে মূল্যায়নের সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রতিফলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজের কর্মকান্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরবর্তী উন্নয়নের জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এটি আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে যেমন হতে পারে তেমনি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও হতে পারে। সহযোগী শিক্ষক, সহকর্মীদের গঠনমূলক সমালোচনা থেকেও দুর্বল ও সবল দিকগুলো চিহ্নিত হতে পারে। অন্যের ভালো দিকগুলো দেখেও প্রতিফলন চিন্তন শিক্ষককে পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করে।

কর্মসহায়ক গবেষণায় ধাপসমূহ

কর্মসহায়ক গবেষণা কয়টি ধাপে সম্পন্ন হতে পারে এবং তা কী কী ধারাবাহিকতা মেনে চলবে সে সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মাঝে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে যে শিক্ষাবিদ প্রথম আলোচনা উত্থাপন করেন, তিনি হলেন কুর্ট লিউইন। লিউইনের মডেলের আলোকে আরো বিকশিতভাবে ধারাবাহিক ধাপসমূহ চিহ্নিত করেন শিক্ষা বিজ্ঞানী কেমিস। কর্মসহায়ক গবেষণার প্রথম চক্রে কেমিস ধারাবাহিকভাবে ৭টি ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ৭টি ধাপ হলো:

১। সমস্যা সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা চিহ্নিতকরণ।

২। সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণকরণ।

৩। সাধারণ পরিকল্পনা গ্রহণ।

৪। প্রথম কর্মপদক্ষেপ প্রণয়ন।

৫। প্রথম কর্মপদক্ষেপ বাস্তবায়িতকরণ।

৬। মূল্যায়ন।

৭। সাধারণ পরিকল্পনা সংশোধন।

উপর্যুক্ত ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে প্রথম চক্রের কাজ সমাপ্ত হয়। এরপর দ্বিতীয় চক্রের কাজ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় চক্রের কাজ সমাপ্তির পর তৃতীয় চক্রের কাজ চলে। এভাবে সমস্যা সমাধানের পর আবার নতুন সমস্যা পেলে তা সমাধান করে এবং আবারও কোনো নুতন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করা হয়। সমস্যাসমূহের পূর্ণ সমাধান করা পর্যন্ত চক্রটি চলতে থাকে।

কোনো কোনো লেখক কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলোকে অন্য ধারাবাহিকতায়ও বর্ণনা করেছেন। ধাপগুলো নিম্নরূপ:

ক. সমস্যা নির্ণয়করণ।

খ. নির্ণীত সমস্যা দূরীকরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

গ. গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ।

ঘ. কর্মোদ্যোগের ফলাফল পর্যবেক্ষণ।

ঙ. প্রতিফলন।

এ ধরনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রথম চক্রের বিভিন্ন ধাপের কাজ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় চক্রের কাজ শুরু হয় যা সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান পর্যন্ত চলতে থাকে।

সামাজিক বিজ্ঞানের কেস স্টাডি করার পূর্বে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষক জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। তিনি তাদের সাথে সমস্যার প্রকৃতি ও তা সমাধানের সম্ভাব্য পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের অনুরোধ করতে পারেন। অতঃপর সমস্যা সমাধানের সফলতা সম্পর্কে নিজের মতামতের সাথে সহকর্মীদের মতামতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উদ্ভূত নতুন সমস্যা একই চক্র অবলম্বন করে সমাধানে অগ্রসর হবেন। এভাবে চক্রটি চলতে থাকবে। কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলোর

সাহায্যে সামাজিক বিজ্ঞানের শ্রেণি কার্যক্রম, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলা যায়।

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপক উপযোগিতা রয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতি যথাযথভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। এতে শিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর সার্বিক প্রতিফলনের মাধ্যমে ফলাবর্তন পাওয়া যায়, সার্থকতা-ব্যর্থতা যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করা যায়। কর্মসহায়ক গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে প্রশ্নোত্তর তৈরি, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, কেস স্টাডিতে, সমাজমিতিমূলক পদ্ধতিতে, পর্যবেক্ষণে প্রতিফলন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক পরবর্তী কার্যক্রম নির্ণয় করতে পারেন, সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন, শিক্ষণ- শিখন কার্যক্রমের উন্নয়নে ফিডব্যাক পেতে পারেন। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে একজন দক্ষ শিক্ষকের ভালো দিকগুলো নিজের মধ্যে প্রতিফলন ঘটানো যায়। কর্মসহায়ক গবেষণায় সমস্যাবলি অধ্যয়ণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহ ও কাজকে পরিচালিত, সংগঠন ও মূল্যায়ন করার পন্থা হিসেবেই চিহ্নিত।

কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উপযোগিতাসমূহ

১। কর্মসহায়ক গবেষণা প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষণ অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করে।

২। প্রশিক্ষণার্থীদের গঠনমূলক সমালোচনা ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিসহ গ্রহণে সাহায্য করে।

৩। প্রশিক্ষণার্থী অনুশীলনে ধনাত্মক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

৪। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বা শ্রেণি কক্ষের পাঠদান উন্নয়নে সহায়ক হয়।

৫। বাস্তব শিক্ষণ থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানে প্রশিক্ষণার্থীরা সমর্থ হন।

৬। এতে শ্রেণি সমস্যা সমাধানে টেকসই কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৭। যথাযথ কর্মোদ্যোগ গ্রহণের পর এর কার্যকারিতা দৃঢ়ভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

৮। শিক্ষণের ক্ষেত্রে গবেষকের হস্তক্ষেপ পরীক্ষিত ও সাফল্যমন্ডিত হলে বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয়।

৯। বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত শিক্ষণ থেকে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সমাধানে নতুনভাবে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১০। কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়।

১১। এতে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগকৃত শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

১২। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের অর্থবহ পেশাগত উন্নয়ন সাধিত হয়।

১৩। কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকগণ পাঠদানের কলা কৌশল সংক্রান্ত এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত ধারণা পান যা তাঁদের শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। প্রতিফলন অনুশীলন এক প্রকার কর্মসহায়ক গবেষণা। কর্মসহায়ক গবেষণা শিখন তত্ত্ব সম্পর্কে এবং প্রতিফলন অনুশীলন ও প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৪। কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ স্বাধীনভাবে গবেষণা সম্পাদন করেন।

১৫। এতে সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

১৬। প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের কার্যকরভাবে মূল্যায়নের সুযোগ পান।

১৭। এতে প্রশিক্ষণার্থীগণ জ্ঞানান্বেষণে অনুপ্রাণিত হন।

১৮। প্রশিক্ষণার্থীদের ভেতর সৃজনশীল, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করে।

১৯। এতে কর্তৃত্ব ব্যবহারের পরিবর্তে আলোচনাকে উৎসাহিত করা হয়।

২০। আলোচনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষাণার্থীদের নানামুখী মনোভাবকে উৎসাহিত করা হয়।

২১। এতে শিক্ষণের গুণগতমান উন্নত হয়।

২২। একজন শ্রেণি শিক্ষক গবেষকও উঁচু মাপের পেশাজীবীর মর্যাদা অর্জন করেন।

২৩। প্রশিক্ষণার্থীগণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণা কাজে পারদর্শী হয়ে উঠেন।

২৪। প্রশিক্ষাণার্থীদের শিক্ষণ, শিখন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসন্তুষ্টি প্রশমিত অথবা দূরীভূত হয়।

২৫। অভিভাবকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন।

২৬। প্রশিক্ষাণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অনুশীলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

২৭। অন্যান্য শিক্ষকদেরও পেশাগত উন্নয়ন সাধিত হয়।

মূল্যায়নঃ

১. কর্মসহায়ক গবেষণা বলতে কী বোঝায়? কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিফলন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

২. কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

৩. সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ-শিখনে কর্মসহায়ক গবেষণা পদ্ধতির উপযোগিতা বর্ণনা করা।

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩২**

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নঃ নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকের নিজেকে যুগোপযোগীকরণ

ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক নিয়মিতভাবে তাঁর পেশাগত উন্নয়নে সচেষ্ট হন। তিনি ধারাবাহিকভাবে পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেন। সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়টি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি প্রভৃতি অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে বর্তমান সময়ে। অনেক নতুন বিষয়বস্তু সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আবার সামাজিক বিজ্ঞান পাঠদানের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একসময় সামাজিক বিজ্ঞান পাঠদানের ক্ষেত্রে মূলত বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। এটি ছিল শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নবতর শিক্ষণ-শিখন কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সকল শিক্ষণ-শিখন কৌশল হলো মূলত শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। এতে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীগণ সক্রিয় থাকেন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন, অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণে সচেষ্ট হন প্রভৃতি। শিক্ষণ-শিখনের এই নবতর ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের পেশাগত উন্নয়নে এবং নিজেদেরকে যুগোপযোগী রাখতে সমর্থ হন। বর্তমান অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগীকরণের সক্ষমতা অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ এবং নিজেকে যুগোপযোগী রাখা বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নবতর শিক্ষণ ধারণায় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।
- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী (Up-to-Date) রাখার উপায়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- কঃ নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ ও নিজেকে যুগোপযোগী রাখা–বিষয় দুটির বর্ণনাকরণ

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নে নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়বস্তুতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত হচেছ। এসকল বিষয়বস্তু শিক্ষণের ক্ষেত্রেও নবতর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল সংযোজিত হচ্ছে। সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক এসকল নবতর শিক্ষণ ধারণা জানা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখতে পারেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা ভেবে দেখুন "নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ'' এবং ''নিজেকে যুগোপযোগী রাখা'' বলতে কী বোঝায়? অতঃপর আপনাদের চিন্তাপ্রসূত বিষয়বস্তু নিম্নের ছকে লিখুন।

"নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ'' ও ''নিজেকে যুগোপযোগী রাখা''-র ধারণা বর্ণনা

পর্ব- খঃ নবতর শিক্ষণ ধারণায় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ শনাক্তকরণ

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আপনারা নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ ও নিজেকে যুগোপযোগী কীভাবে রাখা যায় সে সম্পর্কে ভেবেছেন নিশ্চয়ই। নবতর শিক্ষণ ধারণায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক অনেকগুলো শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। আপনারা এসকল অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে কিছুক্ষণের মধ্যে ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল

পর্ব- গঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিতকরণ

সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা এসকল প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে একটু মাথা খাটিয়ে নিন এবং অতঃপর নিম্নের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১. বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজগুলোতে সামাজিক বিজ্ঞানের শুধুমাত্র একটি বা দুটি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষা লাভ করেন। ফলে তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

২.

৩.

৪.

৫.

পর্ব- ঘঃ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী (Up-to-Date) রাখার উপায়সমূহ নির্ণয়করণ

সামাজিক বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা বিভিন্ন উৎস থেকে এবং বিভিন্ন উপায়ে গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা- সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা কোন কোন উপায়ে গ্রহণ করা যায় আপনারা সেগুলো সম্পর্কে একটু ভেবে নিন এবং নিচের ছকে লিখুন।

আপনাদের সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা গ্রহণের উপায়সমূহ

১. অধিক পরিমাণে বিষয়গত ও পেশাগত জ্ঞান আহরণ
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

ইউনিট- ৮ **অধিবেশন- ৩২**

মূল শিখনীয় বিষয়

ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নঃ নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকের নিজেকে যুগোপযোগীকরণ

নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ

বিবর্তনের ধারায় আধুনিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি-কৌশল, তত্ত্ব-তথ্য, গবেষণালব্ধ মতামত ইত্যাদির সমাবেশকে নবতর শিক্ষণ-ধারণা বলা যেতে পারে। বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত। শিক্ষার সকল স্তরে উচ্চতর প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার অনুশীলন করা হয়। পাঠদান ও পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। যুগোপযোগী একজন শিক্ষক অবশ্যই নবতর শিক্ষণ ধারণাগুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করবেন এবং সৃষ্টিশীলভাবে শিক্ষণ-শিখন কাজে ব্যবহার করবেন।

যুগোপযোগী রাখা

যুগোপযোগী বিষয়টি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একজন শ্রেণি শিক্ষক তাঁর পেশাগত জীবনে শিক্ষণ-শিখন কাজে যথার্থভাবে যদি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকেন এবং তা যদি তাঁর পেশাগত কাজে ব্যবহার করে থাকেন তাহলে তিনি নিজেকে যুগোপযোগী করেছেন বলা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষণ-শিখন কৌশল প্রয়োগের ব্যাপারেও তাঁকে যুগোপযোগী হতে হবে। অর্থাৎ নিজের পেশার সকল স্তরে নতুন পদ্ধতি, অভ্যাস, নিয়ম, প্রথা, পন্থা গ্রহণ করে তিনি প্রয়োগ করবেন।

যুগোপযোগী রাখার বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো-

- বিষয় সম্পর্কে নবতর তত্ত্ব, তথ্য ও জ্ঞান অর্জন।
- বিষয়গত জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি।
- নতুন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও পেশাগত কাজে প্রয়োগ।
- নবতর শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার।
- কেস স্টাডি করে সমস্যা সমাধান করা।

- আত্মমূল্যায়নের চেষ্টা করা।
- কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করা।
- শিখন ও পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- স্ব-শিখনে অগ্রসর হওয়া।
- সর্বাধুনিক মূল্যায়ন কৌশল ব্যবহার করা।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তন ও তৎপরতায় অধিকতর স্বাধীনতা দেয়া প্রভৃতি।

নবতর শিক্ষণ ধারণায় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশল

- দলীয় কাজ (Group Work)
- জোড়ায় কাজ (Pair Work)
- গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শিক্ষণ (Peer Teaching)
- যুগলভাবে চিন্তা করা ও বিনিময় করা (Think Pair and Share)
- ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া (Role-Play)
- মৌখিক প্রশ্নকরণ (Oral Questioning)
- মন/স্মৃতি মানচিত্র (Mind Mapping)
- দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটা (Wall Walking)
- মাথা খাটানো (Brain Storming)
- ডাক বাক্স (Post Box)
- প্রত্যক্ষীকরণ (Visualization)
- তুষার বল (Snow Ball)
- পর্যবেক্ষণ (Observation)
- বিশেষজ্ঞ কর্তন (Expert Jigsaw)
- ধারণা মানচিত্র (Concept Mapping)
- অনুসন্ধানমূলক কাজ (Investigations)
- প্রকল্প কাজ (Project Works)
- সাক্ষাৎকার (Interviewing)

- তালিকাকরণ (Listing)
- অঙ্কন (Drawing)
- চোখে দেখানো (Demonstrating)
- পোস্টার প্রদর্শন (Poster Presentation)
- অণুশিক্ষণ (Micro Teaching)
- কালো বোর্ড সারাংশ (Blackboard & Summary)
- ভুল চিহ্নিতকরণ (Spotting Mistakes)
- একমত পোষণ করা/একমত পোষণ না করা (Agreeing/Disagreeing)
- বিতর্ক (Debate)
- কেস স্টাডি (Case Study)
- ক্রম অনুযায়ী সাজানো (Sequencing)
- শ্রেণিবিন্যস্তকরণ (Ranking)
- সুবিধাসমূহ/অসুবিধাসমূহ (Advantages & Disadvantages)।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১। বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজগুলোতে সামাজিক বিজ্ঞানের শুধুমাত্র একটি বা দুটি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষা লাভ করেন। ফলে তাঁদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে যায়।

২। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের সুযোগের অনুপস্থিতি।

৩। সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের দুর্বল ভিত্তি।

৪। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন শিক্ষার সাথে বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পার্থক্য।

৫। অপর্যাপ্ত শিক্ষণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান।

৬। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।

৭। শিক্ষাক্রম প্রণয়নে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

৮। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সংগঠনে যুগোপযোগী চিন্তার অনুপস্থিতি।

৯। প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততা।

১০। প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতে প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের জন্য জার্নাল, বই-পুস্তক, বুলেটিন বোর্ড, সহায়ক পুস্তকের অপর্যাপ্ততা।

১১। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, স্বল্পমেয়াদী, সঞ্জীবনী ও পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের স্বল্পতা।

১২। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজনে সীমাবদ্ধতা।

১৩। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণে অপর্যাপ্ত গবেষণা।

১৪। সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অপর্যাপ্ত শিক্ষামূলক সফর।

১৫। আত্মোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের ইচ্ছা ও কর্মস্পৃহার অভাব।

১৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষকগণ আত্মমূল্যায়ন সম্পর্কিত কোনো চেক লিস্ট ব্যবহার করেন না।

১৭। সামাজিক বিজ্ঞান প্রশিক্ষকগণ সামাজিক যোগাযোগ রক্ষায় স্বল্পমাত্রায় তৎপর।

১৮। সামাজিক বিজ্ঞানের প্রশিক্ষকদের নানাবিধ সরকারি ও রাজনৈতিক তৎপরতায় সম্পৃক্ত করানো।

সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী (Up-to-Date) রাখার উপায়সমূহ সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা গ্রহণের উপায়সমূহ-

১। অধিক পরিমাণে বিষয়গত ও পেশাগত জ্ঞান আহরণ।

২। ই-লার্নিং।

৩। ডিসটেন্স লার্নিং।

৪। কর্মসহায়ক গবেষণায় সম্পৃক্ত হওয়া।

৫। শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ।

৬। কম্পিউটার বেইসড লার্নিং।

৭। গণমাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ।

৮। শিক্ষা বিষয়ক জার্নাল, ম্যাগাজিন, বই, পত্রিকা পড়া।

৯। সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে আলোচনা করা।

১০। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ।

১১। উজ্জীবিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

১২। শিক্ষণ সংক্রান্ত নতুন ধারণা গ্রহণে উৎসাহী হওয়া।

১৩। নবতর ধারণা রপ্ত করা, অনুশীলন ও পর্যালোচনা করা।

১৪। আইটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করা।

১৫। ভিডিও কনফারেন্সিং করা।

১৬। শিক্ষামূলক সফরে যাওয়া।

১৭। সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা অর্জন করা।

১৮। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

১৯। ই-মেইলিং, ব্রাউজিং করা।

২০। ফিডব্যাক নেয়া ও প্রতিফলন অনুশীলন করা।

২১। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও অনুপ্রেরণামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা।

২২। কুসংস্কার ও পশ্চাদপদতা দূর করা।

২৩। যুগের চাহিদার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো।

মূল্যায়নঃ

১। নবতর শিক্ষণ ধারণা গ্রহণ ও নিজেকে যুগোপযোগী রাখা বলতে কী বোঝায়- ব্যাখা করুন।

২। নবতর শিক্ষণ ধারণায় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের নাম লিখুন এবং যে কোনো পাঁচটির ব্যাখ্যা দিন।

৩। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বর্ণনা করুন।

৪। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নবতর ধারণা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে যুগোপযোগী রাখার উপায়সমূহ বিবৃত করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মো: লুৎফর রহমান ও আব্দুল মালেক (২০০০), *সমাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ*, শিক্ষা মন্ত্রনালয়।

২। মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০০৭), *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৩। আক্তার, সেলিনা ও অন্যান্য (২০০৫), দ্বিতীয় প্রথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

৪। মো: লুৎফর রহমান ও আব্দুল মালেক (২০০০), *সমাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ*, শিক্ষা মন্ত্রনালয়।

৫। মালেক, আব্দুল ও অন্যান্য (২০০৭), *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

৬। আলম, শফিউল ও অন্যান্য সম্পা: (২০০৩), *শিক্ষাকোষ*, কম্পেন্ডিয়াম অব এডুকেশন।

৭। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক।

৮। ২০০৪ ও ২০০৫ সালের ঢাকা বোর্ডের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র।

৯। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ- মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১০। শিক্ষা মূল্যায়ন: নীতি ও ব্যবহারিক দিক- ড. শাহজাহান তপন ও অন্যান্য, বাউবি।

১১। Teaching of Social studies- J. C. Aggarwal, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 1982.

১২। Teaching of Social Studies- A S Kohli, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India, 1996.

১৩। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি।

১৪। রওশন আরা বেগম ও অন্যান্য- সামাজিক বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১৫। সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ- মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৬। ড. শাহজাহান তপন ও অন্যান্য- শিক্ষা মূল্যায়ন: নীতি ও ব্যবহারিক দিক-বাউবি, গাজীপুর-১৭০৫।

১৭। Teaching of Social studies- J. C. Aggarwal, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 1982.

১৮। Teaching of Social Studies- A S Kohli, Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, India, 1996.

১৯। নবম-দশম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক।

২০। Action Research - TQI-SEP, Module-1, B. Ed. Trainers Manual.

২১। Action Research For Educational Change - John Elliott – 1991.

২২। Understanding Educational Research, Edited by David Scott and Robin Usher, 1996.

২৩। A Teacher's Guide to Classroom Research, David Hopkins, 1998.